২৪

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 09 MAR 1997 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

এসএসসি পরীক্ষা

গত বৃহস্পতিবার থেকে দেশের পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের সবগুলিরই এসএসসি পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে শুরু হয়েছে। এবারের এসএসসি পরীক্ষা নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এবারই প্রথম অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা সর্বাধিক— সাত লাখ একচল্লিশ হাজার আটশ' বাষট্টি জন। পুরুষ পরীক্ষার্থী চার লাখ ত্রিশ হাজার দু'শ' সাতচল্লিশ এবং মহিলা পরীক্ষার্থিনী তিন লাখ এগার হাজার ছ'শ' দশজন। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা জীবনের এই প্রথম পাবলিক এগজামিনেশনটি শান্তি-শৃংখলার মধ্যে সমাপ্ত হবে জনগণ আন্তরিকভাবে এই কামনা করছেন।

এসএসসি পরীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এই পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেট একদিকে যেমন উচ্চ শিক্ষার ছাড়পত্র, অন্যদিকে তেমনি অনেক চাকরির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতাও। এবারের এসএসসি পরীক্ষা অভিন্ন প্রশ্নপত্র এবং রেকর্ডসংখ্যক পরীক্ষার্থীর কারণে বেশী বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। পরিপূর্ণ শান্তি-শৃংখলার মধ্যে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বর্তমান সরকার।

অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সকল শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা অনুষ্ঠান এসএসসি পরীক্ষার গুরুত্বে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে পাঁচটি বোর্ডেরই পরীক্ষার্থীদের মেধা একই মাপকাঠিতে যাচাই হবে। এ ধরনের ব্যবস্থার দাবী জানানো হচ্ছিল গত কয়েক বছর ধরেই। কারণ, দেখা যাচ্ছিল যে, ঢাকা বোর্ডের ফল অন্যান্য বোর্ড অপেক্ষা খারাপ। অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হওয়ায় কোন বোর্ডেরই পরীক্ষার মান সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার কোন অবকাশ আর রইল না।

এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস, নকলবাজি, গণটোকাটুকি, বাহির থেকে উত্তর সরবরাহ, খাতাবদল ইত্যাকার অনেক অনাচারের অভিযোগ চলে আসছিল। অতীতে এ ধরনের অনেক অবাঞ্ছিত ব্যাপার ঘটেছে। এবারের এসএসসির ব্যবস্থাপনার ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেক কম। তবে কোথাও কোথাও এডমিটকার্ড নিয়ে কিছুটা গোলযোগ হওয়ার খবর জানা গেছে পত্রপত্রিকা থেকে। প্রবেশপত্র সময়মত না পেলে পরীক্ষা দেয়াই অসম্ভব। গত শনিবারের দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে যে, খাগড়াছড়ির মাটিরাঙা থানার এক গরীব পরীক্ষার্থী প্রবেশপত্র না পেয়ে আত্মহত্যা করেছে। ঘটনাটি খুবই মর্মান্তিক। ভবিষ্যতে এমন দুঃখজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধের জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষকে সতর্ক ও সচেষ্ট থাকতে হবে।

এবারের এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে অসাধু উপায় অবলম্বনের অভিযোগে ১০৭৩ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীরা যাতে নকল করার কোন সুযোগ না পায়, সে জন্য পরীক্ষা পরিদর্শকদের অত্যন্ত সতর্কতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। বর্তমান সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রতিটি পাবলিক এগজামিনেশন সুষ্ঠু ও শান্তি-শৃংখলার মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে এই আমাদের প্রত্যাশা।